আড়িয়াল বিল ৩১ জানুয়ারী ২০১১

মখদুম আজম মাশরাফী

অবশেষে মৃত্যুই আরাধ্য হলো,
জীবনের স্বপ্নবোনা নক্সীকাঁথার চেয়ে
বিষন্ন কাফন বস্ত্রের নিস্পন্দ নিথরতা
বেশী কাম্য, বেশী নিজস্ব বলে মনে হলো।

তাই ওরা ক্ষুব্ধ বিক্ষোভের আগুনে দিল
রক্তাহুতি, চামুন্ডা কালির মত কেড়ে নিল প্রান।
সভ্য মানুষগুলি হয়ে উঠলো উন্মাতাল, বন্য-হিস্র, পাশবিক ক্রোধ ও হিংসায়।

শৃঙখলাহীন এই দুঃসময় কি তবে শৃঙখলই ভালবাসে?
ভালবাসে জেলের গরাদ কিংবা ফাঁসির মঞ্চের সেই নিষ্ঠুর শাসন?
তবে কি সহস্র কোটি বছর পেছনে রাখা
বন মানুষের আত্মা উঠেছে জেগে
বন্য, বিকট, বিকৃত, রক্তাক্ত উল্লাসে?
আমাদের সকল শক্তিতে বুঝি এখন শুধুই অভিযাত্রা পেছনের পানে;
প্রবল, প্রচন্ড এই পতনের গতিরোধ করে আজ
বলো এমন শক্তি কার আছে?

না, কোন কাফনের প্রয়োজন আজ নেই,
না, বন্যেরা পরে না কোন বস্ত্রের কাফন।
না, কোন কবরের প্রয়োজন আজ নেই,
বন্যেরা হিংস্রতায় মৃত হলে পড়ে থাকে আনাচে কানাচে ;
দুর্গন্ধ ছড়ায়- শকুন, লাশভূক পাখী আর কীটদের আহার উৎসবে।
আমার এ লজ্জার ভার তুমি আর নিতে পারবে না
হে আমার লক্ষ লক্ষ কোটি বছর প্রাচীন পৃথিবী।

পার্থ, ৩১ জানুয়ারী ২০১১
mushrafi@hotmail.com